রাজ্যে | রাজ্যে

বরাক উপত্যকার উন্নয়নের জন্য ২০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাজ্যের

শিলচর, ২৮ ফেব্রুয়ারি : বরাক উপত্যকার দ্রুত উন্নয়ন চাইছে বিজেপি। সেই কারণে সর্বানন্দ সোনোয়ালের সরকার ২০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, শুধু বরাক উপত্যকা নয়, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকারও উন্নয়ন করা হবে একইসঙ্গে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে রাজ্যের সব প্রান্তেরই দ্রুত উন্নতির দিকে নজর দিচ্ছে বিজেপি সরকার। শিলচরে প্রতিবন্ধীদের জন্য আয়োজিত একটি বিশেষ ক্যাম্পে ভাষণ দিতে গিয়ে সোনোয়াল এই উন্নয়নের কথা শোনান।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, উন্নয়নের অংশ হিসেবে বরাক নদীর উপর তৈরি হবে চার-চারটি সেতু। এছাড়া বিভিন্ন শহরে যানবাহনের জট কাটাতে তৈরি হবে একাধিক উড়ালপুল। বরাক উপত্যকার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকারও উন্নয়ন করা হবে। সেখানেও নানাবিধ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

এদিন প্রতিবন্ধীদের জন্য আয়োজিত একটি বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি জানান, আগামী বছর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের চিকিৎসা বাবদ বছরে ৫০০০ টাকা এবং মাসে ১০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। বহু প্রতিবন্ধী অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে পারেন না। চিকিৎসার সুযোগ থেকে তারা যাতে বঞ্চিত না হন, সেজন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সোনোয়াল এদিনের অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে হুইল চেয়ার, ট্রাই সাইকেল এবং অন্যান্য জিনিস বিতরণ করেন। এছাড়া আগুনে পুড়ে মৃত্যু হওয়ায় এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে হারিয়েছেন। তাঁর আর্থিক আয় বলতে বিশেষ কিছুই নেই। তাঁর হাতেও সোনোয়াল ৪ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সামাজিক বিচার ও ক্ষমতায়ন দফতরের মন্ত্রী থাওয়ার চাঁদ গেহলট।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারও প্রতিবন্ধীদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অবস্থার উন্নতি করতে একাধিক ব্যবস্থা নিচ্ছে। তাদের জন্য নেওয়া হচ্ছে নানা ধরনের স্কিম। এর মধ্যে রয়েছে ২ লক্ষ টাকার ইনসিওরেন্স, বিনা পয়সায় চিকিৎসা। এছাড়া তাদের হাতে বিনা পয়সায় মোবাইল ফোন তুলে দেওয়ার পরিকল্পনাও সরকার করেছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে সেতু থেকে ক্যানালে পড়ে গেল বাস, মৃত ১১, আহত ৩০

বিজয়ওয়াড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি : অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলায় মঙ্গলবার একেবারে সকালের দিকে একটি বাস সেতু থেকে ক্যানালে পড়ে যাওয়ায় কমপক্ষে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৩০। বেসরকারি বাসটি ভুবনেশ্বর থেকে হায়দরাবাদ যাচ্ছিল। সেতুতে ওঠার পর দ্রুতগতির বাসটি একটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। তারপর দু'টি লেনের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে সেতুর রেলিং টপকে ক্যানালে পড়ে যায়। মোল্লাপাড়ুর কাছে বাসটি ব্রিজের উপর থেকে ক্যানালে পড়ে যাওয়ার পরই আর্ত চিৎকার শুরু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দিবাকর ট্রাভেলসের এই ভলভো বাসটি প্রতিদিন দূরপাল্লার রুটেই যাতায়াত করে। এদিন বিজয়ওয়াড়া পার হয়ে সেতুতে ওঠার কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ব্রিজ থেকে ক্যানালের মধ্যে গোঁত্তা খেয়ে পড়ায় বাসের সামনের অংশ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যাত্রীরা আটকে পড়েন বাসের মধ্যে। প্রত্যক্ষদর্শীরাই প্রথম উদ্ধারকাজে হাত লাগান। পরে আসে পুলিশ ও উদ্ধারকারী কর্মীরা। শেষ পর্যন্ত তারা গ্যাসকাটার এনে বাসের বিভিন্ন অংশ কেটে যাত্রীদের উদ্ধার করেন।

দিবাকর ট্রাভেলসের তরফে জানানো হয়েছে, ভুবনেশ্বর থেকে হায়দরাবাদগামী এই ভলভো বাসটিতে ৪৪ জন যাত্রী ছিলেন। প্রায় সকলেরই হায়দরাবাদ যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ৯ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। ২ জন মারা যান হাসপাতালে। আহতদেরও বিজয়ওয়াড়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৩০ জন আহতের মধ্যে একাধিক জনের অবস্থাই গুরুতর বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গেলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে। এদিকে স্থানীয় মানুষ অভিযোগ করেছেন, বিজয়ওয়াড়া সেতুতে ওঠার পরও দূরপাল্লার বাসগুলি প্রবল গতিতে চলতে থাকে। অথচ পুলিশ ও প্রশাসন এ নিয়ে নির্বিকার। তারা সামান্য পদক্ষেপ নিলেই বিষয়টি ঠেকানো যেতে পারে বলে ধারণা সাধারণ মানুষের। এর আগেও এখানে একাধিক দুর্ঘটনায় বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

অস্কার ২০১৭ : রেড কার্পেটে হাঁটলেন আরও এক ভারতীয় অভিনেত্রী

মুম্বই, ২৮ ফেব্রুয়ারি : ২০১৭ সালে অস্কার পুরস্কার বিতরণের সভায় রেড কার্পেটে হেঁটেছেন একমাত্র ভারতীয় অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া বলে প্রথমে শোনা গিয়েছিল। এ নিয়ে কম হইচইও হয়নি। প্রিয়াঙ্কার সাফল্যের খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। কিন্তু পরে শোনা গেছে, আরও এক ভারতীয় অভিনেত্রী রবিবার রাতে অস্কারের রেড কার্পেটে হেঁটেছেন। স্বাভাবিকভাবে কৌতূহল জেগেছে কে তিনি?

এই অভিনেত্রী হলেন প্রিয়াঙ্কা বোস। যিনি দেব প্যাটেল এবং নিকেল কিডম্যানের সঙ্গে 'লায়ন'-এ সমান দক্ষতায় অভিনয় করেছেন। এই সিনেমায় তাঁর চরিত্রটির নাম কমলা মুনসি। 'লায়ন' এবার ৬টি অস্কার নমিনেশন পেয়েছিল। দুনিয়াজুড়ে ভারতীয়রা আশা করেছিলেন, এই ছবির অন্যতম পার্শ্ব অভিনেতা দেব প্যাটেলের হাতে অন্তত অ্যাকাডেমি পুরস্কার উঠবে। কারণ, ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই ব্রিটিশ অভিনেতা শারু ব্রেয়ারলি'র চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছেন। প্রিয়াঙ্কা এই সিনেমায় হয়েছেন শারুর বায়োলজিক্যাল মা। 'এ ল ওয়ে হোম' নামে একটি বইয়ের কাহিনির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে 'লায়ন'। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন হলিউডের বিশিষ্ট চিত্রনির্মাতা গ্রথ ডেভিস। এই সিনেমাতেই অসাধারণ অভিনয় করেছেন প্রিয়াঙ্কা বোস।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এবিভিপি-র বিরুদ্ধে প্রচার তুলে নিল গুরমেহের

নিজের মন্তব্য থেকে সরে এসে বামেদের আক্রমণ রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি : দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম ছাত্র ইউনিয়ন আগেই তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিল। এবার সমর্থন জানাল নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিল্লির লেডি শ্রীরাম কলেজ। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে সব ব্যাপারে সাহায্য করার আশ্বাস দেয়। কারগিল যুদ্ধের শহিদ ক্যাপ্টেন মনদীপ সিংয়ের মেয়ে গুরমেহের কাউর সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-র বিরুদ্ধে প্রচার থেকে বিরত হলেন। তবে আরএসএস সমর্থিত কিছু মানুষ তাকে নিয়ম করে হুমকি দিচ্ছিল। এমনকি এবিভিপি-র তরফে তাকে ধর্ষণেরও হুমকি দেওয়া হয়। কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির নেতারাও গুরমেহেরের বিভিন্ন বক্তব্যকে বিকৃত করে মন্তব্য করছিলেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এবিভিপি-র বিরুদ্ধে প্রচার থেকে সরে গেলেন গুরমেহের। তবে বিজেপির ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে তার লড়াই বজায় থাকবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। যদিও কংগ্রেস গতকালই তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দিল্লির মহিলা কমিশনের প্রধান স্বাতী মালিওয়ালও সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে এবিভিপি-র তরফে তাকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে তাকে লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি দিল্লির পুলিশ কমিশনার অমূল্য পট্টনায়ককে চিঠি লিখে সোশ্যাল মিডিয়ার এভাবে যারা অপব্যবহার করছে, তাদের বিরুদ্ধে এআইআর দায়েরের অভিযোগও করেছেন। তবে এদিন মহিলা কমিশনের অভিযোগের পরই পুলিশের তরফে কাউরের নিরাপত্তার জন্য ২ জন হোমগার্ড নিয়োগ করা হয়।

এদিকে এবিভিপি-র বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার বন্ধ করার পরই তিনি তাদের বিরুদ্ধে আর কোনও ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করছেন না। মঙ্গলবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্রছাত্রী এবিভিপি-র বিরুদ্ধে মিছিল করলেও তাতে অংশ নেননি কাউর। বরং সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে বলেছেন, ছাত্রছাত্রীরা এ নিয়ে প্রচার করছেন, তাদের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন তিনি। তার সাহস নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুললে গুরমেহের বলেছেন, বাস্তবে যতটুকু করার তার চেয়ে বেশিই করেছেন তিনি।

এদিকে বিভিন্ন মহল থেকে জানা গেছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রমাগত ধর্ষণের হুমকি আসার পর কিছুটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে তার পরিবার। পরিবারের তরফে গুরমেহেরকে দিল্লি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও তার নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লেডি শ্রীরাম কলেজ এদিন গুর মেহেরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, মতামত প্রকাশের অধিকার তার আছে। নির্ভীকভাবে নিজের মতামত তুলে ধরার যে দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন, সেজন্য তাকে সমর্থন করা হয়েছে কলেজের তরফে।

বিজেপি কিন্তু তাদের ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে মন্তব্য করার জন্য গুরমেহেরকে নিয়ে এখনও নানারকম বিবৃতি দিয়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে কিরণ রিজিজু সোমবার এক বিবৃতি দিয়ে বলেন, শহিদ সেনা অফিসারের তরুণ কন্যার মন বিষিয়ে দিচ্ছে কেউ। এদিন তিনি বামেদের উপর এই বিষিয়ে দেওয়ার দায় চাপিয়েছেন। রিজিজু মঙ্গলবার দাবি করেছেন, বিষয়টি নিয়ে কেউ কেউ রাজনীতি করছেন। তাঁর আরও দাবি, ভারতীয় সেনারা যখন মৃত্যুকে বরণ করে নেন, তখন তারা সবসময়ই মহান হন। ১৯৬২ সালে চিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বামেরা চিনকে সমর্থন করেছিল। এখন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তরুণ-তরুণীদের বিপথে চালিত করার চেষ্টা করছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে একহাত নিয়ে বলেছেন, আপ নেতা আসলে নৈরাশ্যের শিকার। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা অরাজকতার সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, তিনি তাদেরই পক্ষ নিয়েছেন। আর কংগ্রেসকেও এই বিষয়টি থেকে সরে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিয়ে রিজিজু বলেছেন, যাদের কোনও আদর্শ নেই, তারা কী করে অন্যকে আদর্শের কথা শেখায়?

সেনাবাহিনীর গোপন ফাইল ফাঁস, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে টার্গেট শিবসেনার

মুম্বাই/নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি : সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ গোপন দলিল ফাঁস হয়ে যাওয়ায় কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোহর পারিক্করের দিকে আঙুল তুলল জোটসঙ্গী শিবসেনা। দলের মুখপত্র 'সামনা'র সম্পাদকীয়তে দাবি করা হয়েছে, এই ঘটনার পুরো দায়িত্ব বিজেপির নেওয়া উচিত। কারণ সেনাবাহিনীর দলিল ফাঁস সরকারের ভাবমূর্তিকেই কলঙ্কিত করেছে। সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা বা অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বহু সময় ফাঁস হয়। কিন্তু এবার ফাঁস হয়েছে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ সংক্রান্ত প্রশ্নপত্র। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, সেনাবাহিনীর হাতেও প্রশ্নপত্র নিরাপদ নয়। প্রসঙ্গত, মাত্র ২ দিন আগে প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ভোপালে সেনাবাহিনী নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পরীক্ষার্থী ভোপালে জড়ো হয়েছিলেন। অভিযোগ ওঠে, এক একজন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রশ্ন জানিয়ে দেওয়ার কথা বলে ২ লক্ষ টাকা করে চাওয়া হয়।

সেনাবাহিনীর নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে বিরোধী দলগুলি এখনও মাঠে নামেনি। কিন্তু জোটসঙ্গী শিবসেনা এই ইস্যুতে তীব্র আক্রমণ করেছে বিজেপিকে। সামনা-র সম্পাদকীয়তে অভিযোগ করা হয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস হল এমন সময়ে যখন সেনারা সীমান্তে প্রতিদিন তাদের জীবন উৎসর্গ করছেন দেশের জন্য। এই ঘটনা অবশ্যই সরকারের ভাবমূর্তিকে আচ্ছন্ন করবে বলেও দাবি করা হয়েছে। সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোহর পারিক্কর ফের গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী হতে চাইছেন। আবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকও ধরে রাখতে চাইছেন। তাঁর উদ্দেশ্য পানাজি থেকেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কলকাঠি নাড়া। কিন্তু এইসব না করে তাঁর প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্বটি ঠিকভাবে পালন করা উচিত বলে সতর্ক করা হয়েছে সামনার সম্পাদকীয়তে।

শিবসেনার তরফে আরও বলা হয়েছে যে, এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত। কিছুই জানি না, ভান না করে সরাসরি এগিয়ে এসে প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়িত্ব বিজেপিকেই এখন নিতে হবে। সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী কথায় কথায় জাতীয়তাবাদের কথা বলেন, দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার কথা বলেন। কিন্তু তাঁর কথার সঙ্গে কাজের কোনও মিল নেই। নোট নিষিদ্ধ করার সময় তিনি জাতীয়তাবাদের কথা বলেছেন, তবে সেনাবাহিনীর নিয়োগের সময়ও কেন সেই জাতীয়তাবাদের কথা বলা হবে না। প্রসঙ্গত, সেনাবাহিনীর নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্র ও গোয়া থেকে ১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার গ্রেফতার করা হয়েছে আরও তিন জনকে। থানের একটি আদালত তাদের সকলকে ৪ মার্চ পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

সংসদের সেন্ট্রাল হলে মঙ্গলবার প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশে রয়েছেন লোকসভার অধ্যক্ষা সুমিত্রা মহাজন।

ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা : জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে মামলায় স্থগিতাদেশ

ভোপাল, ২৮ ফেব্রুয়ারি : ১৯৮৪ সালে ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পর ইউনিয়ন কার্বাইডের চেয়ারম্যান ওয়ারেন অ্যান্ডারসনকে পালানোর সুযোগ করে দিয়েছেন বলে কিছুদিন আগে তৎকালীন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। মঙ্গলবার আর একটি নিম্ন আদালত এই মামলার উপর স্থগিতাদেশ দিল। ফলে আপাতত স্বস্তি পেলেন তারা। প্রসঙ্গত, গত ৭ ফেব্রুয়ারি নিম্ন আদালতের মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ভুবভাস্কর যাদব তৎকালীন জেলাশাসক মতি সিং এবং অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার স্বরাজ পুরির বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের এই নির্দেশের পরই দুই অবসরপ্রাপ্ত আমলা সোমবার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক ডি কে পালিওয়ালের আদালতে জামিন চেয়ে আবেদন করেন। এই আবেদনের উপর ভিত্তি করেই মঙ্গলবার শুনানি হয়। বিচারক নির্দেশ দেন, এই মামলা আর নিম্ন আদালতে শুনানি হবে না। দুই অবসরপ্রাপ্ত আমলার আইনজীবীরা এরপরই সংশোধিত আবেদনের শুনানির শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের গ্রেফতারের উপর স্থগিতাদেশ জারির জন্য বিচারককে অনুরোধ করেন।

প্রসঙ্গত, এরপরই মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আগামী ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত তাদের গ্রেফতারি পরোয়ানার উপর স্থগিতাদেশ জারি করেন। প্রসঙ্গত, মুখ্য বিচার বিভাগীয় আদালতে এই মামলার শুনানির জন্য আবেদন করেছিলেন ভোপাল গ্যাস মহিলা উদ্যোগ সংগঠন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে আবদুল জব্বর, ভোপাল গ্যাস সংঘর্ষ সহযোগ সমিতি এবং ভোপাল গ্রুপ ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড অ্যাকশনের প্রতিনিধি সতীনাথ সারেঙ্গী। মামলাটি দায়ের করার পর এই স্বেচ্ছাসেবীরা অ্যান্ডারসনকে দেশ ছেড়ে পালানোর কাজে সাহায্য করার জন্য দুই প্রাক্তন আমলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান।

ভোপালের তৎকালীন এই দুই শীর্ষ আমলাই এখন অবসর নিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে আদালতে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২১২,২১৭ এবং ২১২ ধারা প্রয়োগ করা হয়। ১৯৮৪ সালের ২ ও ৩ ডিসেম্বর ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা থেকে যে গ্যাস নির্গত হয় তাতে প্রায় ১৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। একটি কারখানার এই বিপর্যয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন লক্ষ লক্ষ মানুষ। অথচ এরপরও ইউনিয়ন কার্বাইডের চেয়ারম্যান অ্যান্ডারসনকে নিরাপদে দেশ ছেড়ে পালানোর সুযোগ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি। তাদের আবেদনের উপর ভিত্তি করেই দুই আমলার বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু এদিন স্থানীয় একটি আদালত সেই রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দেওয়ায় আপাতত তারা স্বস্তি পেলেন।

আরএসএস নয়, দেশপ্রেম শিখব মহাত্মার কাছ থেকে : যোগেন্দ্র যাদব

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি : দিল্লির রামযশ কলেজে উমর খলিদকে আমন্ত্রণ জানিয়েও তা প্রত্যাহার করার পর থেকে যে গোলমাল চলছে, তাতে এবার মুখ খুললেন আপ থেকে বহিষ্কৃত নেতা যোগেন্দ্র যাদব। যাদব এদিন বলেছেন, জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেম আরএসএসের কাছ থেকে আমরা শিখব না, এই দু'টিই শিক্ষণীয় মহাত্মা গান্ধির কাছ থেকে। প্রসঙ্গত, এই ঘটনার প্রতিবাদ করে দিল্লির লেডি শ্রীরাম কলেজের ছাত্রী গুরমেহের কাউরও বিজেপি এবং এবিভিপি-র চক্ষুশূল হয়েছেন। এদিন তার প্রতিবাদে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজের প্রায় ৫০০ ছাত্রছাত্রী বিক্ষোভ মিছিল করেন। গতকাল রামযশ কলেজের কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা এবিভিপি-র উদ্যোগে তেরঙ্গার সমাবেশ করেছিল। তারই প্রতিবাদে এদিন বাম ছাত্রছাত্রীরা এই মিছিলের আয়োজন করে। যদিও মিছিলকে সমর্থন জানিয়েছেন আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল সহ অনেকেই। এদিন ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ মিছিলে স্বরাজ অভিযান নেতা যোগেন্দ্র যাদব ভাষণ দেন। তিনি তাদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার আবেদন জানিয়ে বলেন, কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি যেন আলাদা করতে না পারে তাদের। ইউজিসি-র প্রাক্তন সদস্য যাদব আরএসএস সমর্থিত আন্দোলন গড়ে তোলার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। যাদব অভিযোগ করে বলেন, আরএসএস এখন দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের কথা বলছে। অথচ নাগপুরে তাদের সদর দফতরে আরএসএস কোনওদিন জাতীয় পতাকা তোলে না। দেশের জন্য তারা ক'ফোঁটা রক্ত ঝড়িয়েছে সে কথাও জানতে চান তিনি। সমাবেশে ভাষণ দেন আপের বিধায়ক পঙ্কজ পুস্কর এবং আপ নেত্রী অতসী মারলেনা।

হায়দরাবাদে অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন কানসাসে গুলিতে নিহত ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের

হায়দরাবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি : হায়দরাবাদের জুবিলি হিলস শ্মশানে মঙ্গলবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হল ভারতী প্রযুক্তিবিদ্ শ্রীনিবাস কুচিভোটলার। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে আমেরিকার কানসাসে একটি বারে খেলা দেখার সময় এক মার্কিনির গুলিতে নিহত হন তিনি। এই ভারতীয় প্রযুক্তিবিদের মৃত্যুতে আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। নিরাপত্তা নিয়ে তাদেরও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সোমবারই কানসাস থেকে ৩২ বছর বয়সি এই ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের মৃতদেহ হায়দরাবাদে এসে পৌঁছায়। সকাল ১০টা নাগাদ রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অসংখ্য মানুষ হাজির হয়েছিলেন শ্রীনিবাসকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য। বন্ধুরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর মৃতদেহকে ঘিরে। মৃতদেহবাহী গাড়িটি সাজানো ছিল অসংখ্য ফুল ও মালা দিয়ে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা তাঁকে দেখার পরই চোখের জল আটকাতে পাবে . নি। মাত্র ২ বছর আগে বিয়ে হয়েছে কুচিভোটলার। আমেরিকায় তিনি একটি বিমান সংস্থায় ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। উচ্চশিক্ষাও শেষ করেন সেখানে। এই ভারতীয় প্রযুক্তিবিদের মৃত্যু বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। শুধু আমেরিকাতেই বাস করেন ৩০ লক্ষের বেশি ভারতীয়। তাঁরাও রবিবার হাতে মোমবাতি নিয়ে নিহত ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মিছিল করেন। কুচিভোটলার অভিন্নহৃদয় বন্ধু অলোক মাদাসানিও সে সময় তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু তিনি আহত হলেও বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছেন। তিনিও এই অপরাধের তীব্র নিন্দা করেছেন।